তারিখ ...15 MAR 1998...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

১-২৪ মার্চ ফরম বিতরণ ■ ১৮ এপ্রিল হতে পরীক্ষা

ইসলামী ভার্সিটি ভর্তি পদ্ধতি নিয়মকানুনে বহু রদবদল

চলতি শিক্ষাবর্ষ (১৯৯৭-৯৮) হতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। বাতিল হয়েছে 'ইউনিটভিত্তিক' ভর্তি পদ্ধতি। সেই স্থানে চালু করা হয়েছে 'বিভাগভিত্তিক' ভর্তি প্রক্রিয়া। এবারে চলতি শিক্ষাবর্ষে ১৫টি বিভাগে অনার্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে যাবতীয় কার্যাবলী পৃথকভাবে স্ব-স্ব বিভাগ সম্পাদন করবে। কেবলমাত্র মূল ভর্তি পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তনই নয়, দীর্ঘ প্রচলিত বেশ কিছু রীতিনীতি বাতিল করে নতুন নতুন নিয়মকানুন ও শর্ত চালু হচ্ছে।

আসন সংখ্যা ঃ পনেরোটি বিভাগে মোট ৯৯০ জন ছাত্রছাত্রী মেধার ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে। বিজ্ঞান অনুষদের ৩টি (ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি, ফলিত পদার্থ ও ইলেকট্রনিক্স এবং ফলিত গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞান) বিভাগের প্রত্যেকটিতে ৪০ জন করে মোট ১২০ জন ছাত্রছাত্রী,

এ.কে. আজাদ

ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ২টি বিভাগের (হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা) প্রত্যেকটিতে ৭০ জন করে মোট ১৪০ জন ছাত্রছাত্রী, আইন অনুষদের আইন বিভাগে ৭০ জন, ধর্মতত্ত্ব অনুষদের ৩টি বিভাগের (আলকোরান, আলহাদীস ও দাওয়াহ এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ) প্রতিটিতে ৭০ জন করে মোট ২১০ জন ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ৬টি বিভাগের ৫টিতে (বাংলা, অর্থনীতি, ইসলামের ইতিহাস, লোক প্রশাসন, আরবী সাহিত্য) ৭০ জন করে মোট ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রী এবং এই অনুষদের অবশিষ্ট ইংরেজী বিভাগে ১শ' ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে।

কোটাভিত্তিক ভর্তি ঃ প্রথমবারের মতো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার 'মুক্তিযোদ্ধা কোটা' চালু হচ্ছে। এই কোটার মোট আসন সংখ্যা ১০টি। এই কোটায় ভর্তিচ্ছুকদের পৈতৃক মূল মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র দেখাতে হবে। জেনারেল ওসমানী কর্তৃক প্রদানকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্রও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। খেলোয়াড় কোটায় ২০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। এছাড়া উপজাতি কোটায় ১০ জন ও সাংস্কৃতিক কোটাতে (হামদ ও নাত, ক্বেরাত, যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত) ১০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। উপরোক্ত কোটাসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তিচ্ছুকদের লিখিত পরীক্ষায় ন্যূনতম শতকরা ৩০ ভাগ নম্বর পেতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে হবে। মোট ৫০ জন ছাত্রছাত্রী এবার বিভিন্ন কোটায় ভর্তি করা হবে।

ভর্তির নিয়মকানুন ঃ শুধু ১৯৯৬ ও '৯৭ সালে এইচএসসি পাস ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এসএসসি ও এইচএসসিতে সম্মিলিতভাবে ১১০০ নম্বর থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে কলা ও বাণিজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১০০০ নম্বর থাকলেই তারা ভর্তির আবেদন করার সুযোগ পাবে। তবে এসএসসি ও এইচএসসিতে উভয় পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে। কোন তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারবে না। বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিষয়ে আবেদনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আবেদনকারীকে এইচএসসি পরীক্ষায় ন্যূনতম ৪৫% নম্বর পেতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষা কেমন হবে ঃ এবারে দুই ঘণ্টা সময়ে মোট ১৫০ নম্বরের লিখিত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞান অনুষদের ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগের লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় ৭৫ নম্বরের রসায়ন, ২৫ নম্বর গণিত, ২৫ নম্বরের পদার্থ ও ২৫ নম্বরের দৈনন্দিন বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে। ফলিত পদার্থ ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগে ৫০ নম্বরের পদার্থ, ৫০ নম্বরের গণিত, ২৫ নম্বর রসায়ন ও ২৫ নম্বর দৈনন্দিন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। ফলিত গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে ৫০ নম্বরের গণিত, ৫০ নম্বরের পদার্থ, ২৫ রসায়ন এবং ২৫ নম্বরের দৈনন্দিন বিজ্ঞান বিষয়ে উত্তর দিতে হবে।

সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ইংরেজী বিভাগের পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের ইংরেজী, ২৫ নম্বর বাংলা এবং ২৫ নম্বর সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। বাংলা বিভাগের লিখিত পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের বাংলা, ২৫ নম্বর ইংরেজী ও ২৫ নম্বর সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন থাকবে। অর্থনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগের পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজী ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ের প্রতিটিতে ৫০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। ইসলামের ইতিহাস এবং আরবী বিভাগে বাংলা, ইংরেজী ও সাধারণ জ্ঞানের সাথে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে যথাক্রমে ৫০ নম্বরের ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী শিক্ষা থাকবে।

আইন বিভাগে বাংলা, ইংরেজী ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি বিষয়ের পূর্ণমান ৫০।

ধর্মতত্ত্ব অনুষদের তিনটি বিভাগের লিখিত পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজী, সাধারণ জ্ঞান অথবা ইসলামী শিক্ষা বিষয়ের প্রতিটিতে ৫০ নম্বর থাকবে।

শুধুমাত্র ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের বিভাগ দুইটিতে M.C.Q পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষদের বিভাগসমূহে ভর্তিচ্ছুকদের বাধ্যতামূলকভাবে ৫০ নম্বরের আইকিউ, ৫০ নম্বরের ইংরেজী এবং বিজ্ঞান শাখার ছাত্রছাত্রীদেরকে ৫০ নম্বরের গণিত (এইচএসসি সমমান), কলা শাখার শিক্ষার্থীদের ৫০ নম্বরের অর্থনীতি এবং বাণিজ্য শাখার ছাত্রছাত্রীদের ৫০ নম্বর হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে উত্তর দিতে হবে।

লিখিত ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা ও অপেক্ষমাণ তালিকা অর্থাৎ ফলাফল প্রকাশিত হবে। তবে উত্তীর্ণদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ছবি যাচাইয়ের জন্য সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হবে। সাক্ষাতকারের ওপর কোন নম্বর থাকবে না।

আবেদনের নিয়ম ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আবেদনপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও দুই কপি ছবি সংযুক্ত করতে হবে। ক্যাম্পাস এবং কুষ্টিয়া শহরস্থ অগ্রণী ব্যাংকের শাখায় ৭৫ টাকা প্রদানের মাধ্যমে আবেদনপত্র গ্রহণ করা যাবে আবেদনপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ সাপেক্ষে ভর্তির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিসে তা জমা দিতে হবে। আগামী ১ মার্চ হতে ২৪ মার্চ পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ ও জমা এবং ২৫ মার্চ শুধু আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। একজন শিক্ষার্থী একাধিক বিভাগে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আবেদন করতে পারবে।

ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচী ঃ আগামী ১৮ এপ্রিল হতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। প্রত্যহ দু'টি বিভাগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে বিস্তারিত সময়সূচী শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

ভর্তির জন্য তৈরি হওয়ার এখনই সময় —জনকণ্ঠ